প্রথম আলো

তারিখ ... 10 JUL 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ২ ...

বরগুনা সরকারি কলেজে সংঘর্ষ, মামলা

ছাত্রলীগের ধর্মঘটে সাত বিভাগের পরীক্ষা ও সব ক্লাস বন্ধ

বরগুনা প্রতিনিধি ●

বরগুনা সরকারি কলেজে নতুন অধ্যক্ষকে স্বাগত জানানোকে কেন্দ্র করে সোমবার কলেজে ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া ও ভাঙচুর হয়। এ ঘটনায় গতকাল বৃহস্পতিবার ছাত্রলীগের নেতা জুনায়েদসহ ১৩ নেতা-কর্মীর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। ছাত্র ঐক্য পরিষদের আহত নেতা নিয়াজ মোর্শেদ বাদী হয়ে গতকাল সকালে বরগুনার এক নম্বর আমলি আদালতে মামলাটি করেন।

ছাত্রলীগ সোমবারের পর থেকে কলেজের নতুন অধ্যক্ষ প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাসের অপসারণ দাবিতে কলেজের সব ক্লাস ও নিয়মিত পরীক্ষা বর্জনের কর্মসূচি পালন করছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সকালে কলেজের সাতটি বিভাগের সম্মান শ্রেণীর বার্ষিক নির্বাচনী পরীক্ষা এ কারণে কলেজ কর্তৃপক্ষ স্থগিত করেছে। একইসঙ্গে অন্যান্য বিভাগের নিয়মিত ক্লাসগুলোও হয়নি।

মামলার বাদী নিয়াজ মোর্শেদের অভিযোগ, ঘটনার দিন তাঁরা মামলা করতে বরগুনা থানায় গেলে ক্ষমতাসীন দলের নেতাদের চাপে পুলিশ মামলা নেয়নি। তাই বাধ্য হয়ে আদালতে মামলা করা হয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শী কয়েকজন ছাত্র জানান, সোমবার সকালে বরগুনা সরকারি কলেজের নবনিযুক্ত অধ্যক্ষ প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস তাঁর দায়িত্বভার বুঝে নেওয়ার পর দুপুর পৌনে ১২টার দিকে ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে একটি প্রচার মিছিল বের করে। এর পরপরই ছাত্র ঐক্য পরিষদের ব্যানারে আরেক দল ছাত্র নতুন অধ্যক্ষকে স্বাগত জানিয়ে আরেকটি মিছিল বের করেন। ওই মিছিলটি কলেজের প্রশাসনিক ভবনের সামনে এলে ছাত্রলীগের একদল কর্মী বাধা দেন। পরে দুই পক্ষের মধ্যে বচসার একপর্যায়ে ছাত্রলীগের কর্মীরা তাঁদের ধাওয়া দেন। এতে ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে মিছিলকারী কলেজের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্র নিয়াজ মোর্শেদ মাথায় গুরুতর আঘাত পান। পরে ছাত্রলীগের কর্মীরা কলেজের প্রশাসনিক ভবনের দরজা-জানালা ও বেশ কয়েকটি ফুলের টব ভাঙচুর করেন। সেখান থেকে তাঁরা একাডেমিক ভবনে ঢুকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগেও ভাঙচুর চালান।

> 'আমার কাজের ক্ষেত্রে কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। এখন আমি এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতার বিরোধিতার শিকার হচ্ছি'

আহত নিয়াজ মোর্শেদের আরও অভিযোগ, নতুন অধ্যক্ষকে স্বাগত জানানোর জন্য তাঁরা সাধারণ ছাত্রদের নিয়ে মিছিল বের করলে ছাত্রলীগের নেতা জুনাইদের নেতৃত্বে ছাত্রলীগের একদল কর্মী তাঁদের ওপর হামলা চালান। অধ্যক্ষ পদে একজন দলীয় অনুগত লোককে নিয়োগ দেওয়ার চেষ্টা ভণ্ডুল হওয়ায় ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা এই হামলা ও ভাঙচুর চালিয়েছেন।

জেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সম্পাদক জুনাইদ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে প্রতিদিনের মতো প্রচার মিছিল করার সময় ছাত্রদল ও শিবিরের প্ররোচনায় ছাত্র ঐক্যের ব্যানারে ওই মিছিল বের করা হয়। মিছিলের বেশির ভাগেই ছিল বহিরাগত ছাত্র। তবে মারধর ও ভাঙচুরের ঘটনায় ছাত্রলীগের কোনো সম্পৃক্ততা নেই।

অধ্যক্ষ প্রতাপ চন্দ্র বিশ্বাস দুঃখ করে বলেন, 'আমি ১৯৮২ সাল থেকে এই কলেজে ইংরেজি বিভাগের ও পরে উপাধ্যক্ষ হিসেবে দীর্ঘদিন দায়িত্বে ছিলাম। আমার কাজের ক্ষেত্রে কোনো দলীয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। এখন আমি এই কলেজে অধ্যক্ষ হিসেবে পদোন্নতি পাওয়ার পর ক্ষমতাসীন দলের কিছু নেতার বিরোধিতার শিকার হচ্ছি। আমি রাজনৈতিক রোষানলের শিকার।'